"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রশ্নের প্রতি সংশয় হওয়া ছেড়ে "মনমনাভব" স্মরণ কর, বাবা আর অবিনাশী বর্সাকে স্মরণ কর, পবিত্র হও আর পবিত্র করে তোলো"

***প্রশ্নঃ -** শিববাবা তোমরা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের পূজা করাতে পারেন না কেন ?*

***উত্তরঃ -** বাবা বলেন আমি তোমরা বাচ্চাদের বিশ্বস্ত সার্ভেন্ট, তোমরা বাচ্চারা আমার মালিক, আমি তো তোমরা বাচ্চাদের নমস্কার জানাই । বাবা হলেন নিরহঙ্কারী, বাচ্চাদেরও বাবার মতো হতে হবে । আমি তোমরা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের পূজা কিভাবে করাব ! আমার তো পা নেই যা তোমরা ধুয়ে দেবে । তোমাদের তো ইশ্বরের সহযোগী হয়ে বিশ্বের সেবা করতে হবে ।*

***গীতঃ-** নির্বলের সাথে বলবানের লড়াই* •••••

ওম্ শান্তি । নিরাকার শিব ভগবান উবাচ । শিববাবা নিরাকার আর আত্মারা যারা শিববাবা বলে, তারাও আসলে নিরাকার । নিরাকার দুনিয়ার বাসিন্দা । এখানে পার্ট বা ভূমিকা পালন করবার জন্য সাকার রূপে এসেছে । তোমাদের সবার পা আছে, কৃষ্ণের ও পা আছে, পা -কেই সবাই পূজা করে তাই না ! শিববাবা বলেন আমি তো বিশ্বস্ত, আমার তো পা নেই যে তোমাদের দিয়ে পা ধোয়াব বা পূজা করাব, সন্ন্যাসীরা পা ধোয়ায় না ! গৃহস্থ মানুষ গিয়ে ওদের পা ধুয়ে দেয় । পা তো মানুষের হয়, শিববাবার তো পা নেই যে তোমাদের পা ধুয়ে পূজা করতে হবে । এ হলো পূজার সামগ্রী । বাবা বলেন আমি তো জ্ঞানের সাগর । আমি আমার বাচ্চাদের দিয়ে কি করে পা ধোয়াব ! বাবা তো বলেন বন্দেমাতরম্ । মায়েদের এরপর কি বলা উচিত ! হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে বলবে শিববাবা নমস্কার, যেমন সালাম মালেকম্ বলে না ! বাবাকেই সর্বপ্রথম নমস্কার করা উচিত, বাবা বলেন 'আই এম মোস্ট ওবিডিয়েন্ট', বেহদের সার্ভেন্ট । নিরাকার আর কত নিরহঙ্কারী । এখানে পূজার কোনও কথাই নেই । মোস্ট বিলভেড বাচ্চারা যারা বেহদ সম্পত্তির মালিকানা পেতে চলেছে, তাদের দিয়ে কিভাবে পূজা করাব ? তবে হ্যাঁ, ছোট বাচ্চারা বাবার পায়ে নতজানু হয় কেননা বাবা বড়ো (গুরুজন) । কিন্তু বাস্তবে তো বাবা বাচ্চাদের সার্ভেন্ট । বাবা জানেন যে বাচ্চাদের মায়া অনেক ভাবে বিরক্ত করে । খুব কঠিন সময় । অপার দুঃখ এখনও অনেক আসবে । এসবই বেহদের কথা, তখনই বেহদের বাবা আসেন (দুঃখের সময়) । বাবা বলেন দাতা আমি একজনই, অন্য আর কেউ দাতা হতে পারে না। বাবার কাছে সবাই চায়, সাধু সন্তরাও মুক্তি প্রার্থনা করে । ভারতের গৃহস্থ মানুষেরা ভগবানের কাছে জীবনমুক্তি প্রার্থনা করে, সুতরাং দাতা একজনই । গায়নও আছে -- সবার সদ্গতি দাতা একজনই । সাধুরাই যেখানে সাধনা করে, অন্যদের সদ্গতি ওরা কিভাবে দেবে ? মুক্তিধাম আর জীবনমুক্তি ধাম দুটোরই মালিক একজন - বাবা । উনি নিজের সময় অনুসারে একবারই আসেন । এছাড়া বাকি সবাই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসে । ইনি একবারই আসেন যখন রাবণ রাজ্য শেষ হতে যায়, তার আগে আসেন না । ড্রামায় পার্টই নেই । সুতরাং বাবা বলেন তোমরা আমার দ্বারাই আমাকে চিনতে পার ।মানুষ জানে না, তাই সর্বব্যাপী বলে দেয়।

এখন তো রাবণ রাজ্য । ভারতবাসীরাই রাবণকে জ্বালায় । অতএব এটাই প্রমাণ হয় যে, ভারতেই রাবণ রাজ্য, রাম রাজ্যও ভারতেই । এসব কথা রাম রাজ্য স্থাপনকারীরাই বোঝাতে পারে, কিভাবে রাবণ রাজ্য হয় । এসব কথা কে এসে বোঝান ? নিরাকার শিব ভগবানুবাচ । আত্মাকে শিব বলা হয় না । আত্মারা সব শালিগ্রাম । শিব একজনকেই বলা হয় । শালিগ্রাম তো অনেক আছে । এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । *ওরা ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ রচনা করে, যেখানে একটা বড়ো শিবলিঙ্গ আর ছোট ছোট শালিগ্রাম বানিয়ে পূজা করে । দেবতাদের পূজা তো প্রতি বছর হয় । এখানে প্রতিদিন মাটির মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করে । রুদ্রর অনেক মহিমা । শালিগ্রাম কারা, সে তো ওরা জানে না । তোমরা শিবশক্তি সেনা পতিতদের পবিত্র করে তোলো । শিবের পূজা তো হয়, শালিগ্রাম কোথায় যাবে ? তাই অনেক মানুষ রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে শালিগ্রাম পূজা করে । শিববাবার সাথে বাচ্চারাও পরিশ্রম করেছে । শিববাবার সহযোগী । ওদেরই বলা হয় ইশ্বরের সহযোগী* । স্বয়ং নিরাকার নিশ্চয়ই কোনও শরীরেই আসবেন, তাই না ! স্বর্গে তো সহযোগের প্রয়োজন নেই । শিববাবা বলেন, দেখো এরা আমার সহযোগী বাচ্চা । নম্বর অনুসারেই তো হবে না ! সবার পূজা তো করা সম্ভব নয় । এই যজ্ঞ ভারতেই রচিত হয় । এই রহস্য বাবাই বোঝান । ওরা ব্রাহ্মণরা বা শেঠরা থোড়াই এসব জানে । বাস্তবে এটাই হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । বাচ্চারা পবিত্র হয়ে ভারতকে স্বর্গ করে তোলে । এটা একটা বড়ো হসপিটাল, যেখানে যোগ দ্বারা আমরা এভারহেল্দী হয়ে

উঠি । বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো । দেহ-অহঙ্কার হলো প্রথম বিকার, যা যোগ ছিন্ন করে দেয় ।

দেহ-বোধ (বডি কনসাস) হলেই বাবাকে ভুলে যায় আর তখনই আরও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে । নিরন্তর যোগে থাকাই অনেক পরিশ্রমের । মানুষ কৃষ্ণকে ভগবান মনে করে তার পূজা করে । কিন্তু সে তো পতিত -পাবন নয়, যে তার চরণকে পূজা করতে হবে । শিব তো হলেন চরণ বিহীন । *উনি এসে তো মাতাদের সার্ভেন্ট হন আর বলেন বাবা আর স্বর্গকে স্মরণ করলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজত্ব করতে পারবে । ২১ কুল-এর গায়নও আছে । অন্য কোনও ধর্মে এই গায়ন নেই । অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহি প্রাপ্ত করে না । এটাও ড্রামায় নির্ধারিত*। দৈবী ধর্মের যারা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে তারাই আবার বেড়িয়ে আসবে । স্বর্গে তো অপার সুখ । নতুন দুনিয়া, নতুন মহল অনেক সুখ প্রদান করবে । অল্প পুরানো হয়ে গেলে কিছু না কিছু দাগ লেগে যায়, তখন তাকে রিপেয়ার (মেরামত) করা হয় । যেমন বাবার অপরামপর মহিমা, ঠিক তেমনই মহিমা স্বর্গের । যার মালিক হওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ, আর কেউ স্বর্গের মালিক বানাতে পারে না।

তোমরা বাচ্চারা জানো বিনাশের দৃশ্যাবলী (সিন) কতখানি বেদনাদায়ক । তার আগেই বাবার অবিনাশী বর্সা গ্রহণ করা উচিত । বাবা বলেন এখন আমার হও, অর্থাত্ ঈশ্বরীয় কোল গ্রহণ করো । শিববাবা বড়ো, তাই না ! সুতরাং তোমাদের প্রাপ্তিও অগাধ । স্বর্গের অপার সুখের নাম শুনলেই মুখে জল এসে যায় । বলাও হয় অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে । স্বর্গ ভালো লাগে তাই না ! এখানে তো নরক-ই । যতক্ষণ সত্যযুগ না আসবে ততক্ষণ কেউ স্বর্গে যেতে পারবে না । বাবা বোঝান এই জগদম্বা গিয়ে স্বর্গের মহারানী লক্ষ্মী হন তারপর বাচ্চারা নম্বর অনুসারে পদ প্রাপ্ত করে। মাম্মা বাবা (ব্রহ্মা) অনেক বেশী পুরুষার্থ করেন । রাজত্ব তো ওখানে বাচ্চারাও করবে, না ! শুধুমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণ তো করবে না । বাবা এসেই মানুষ থেকে দেবতা করে তোলেন ,শিক্ষা প্রদান করেন । যদিও বলে কৃষ্ণ দেবতা করে তোলে কিন্তু তাকেও তো দ্বাপরে নিয়ে গেছে । দ্বাপরে তো দেবতারা থাকে না । সন্ন্যাসীরা বলতে পারবেনা যে আমরা স্বর্গে যাওয়ার পথ বলে দিই । তার জন্য তো ভগবানকে প্রয়োজন । *বলাও হয় মুক্তি - জীবনমুক্তির দ্বার কলিযুগের শেষে গিয়ে খুলবে* । এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । আমি হলাম শিব, রুদ্র আর এরা হলো শালিগ্রাম । এরা সবাই শরীরধারী । আমি শরীরকে লোন নিয়েছি। এরা সবাই ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণ ছাড়া এই জ্ঞান কারও হয়না । শূদ্রদেরও হয় না । সত্য যুগে দেবতারা পারসবুদ্ধির (দিব্য বুদ্ধি) ছিল, যে কথা বাবা এখন এসে বলেন । সন্ন্যাসীরা কাউকে পারসবুদ্ধি করে তুলতে পারে না । যদিও নিজেরা পবিত্র থাকে কিন্তু রোগগ্রস্ত হয়। স্বর্গে কেউ রোগগ্রস্ত হয় না। ওখানে তো অপার সুখ । তাই বাবা বলেন সম্পূর্ণ পুরুষার্থ কর । রেস হয় না ! এ হলো রুদ্র মালা গাঁথার রেস । আমি আত্মাকে যোগের দৌড় লাগাতে হবে । যত যোগযুক্ত হবে বোঝা যাবে এ দ্রুত দৌড়াচ্ছে। তার বিকর্মও বিনাশ হতে থাকবে । তোমরা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতেও যাত্রা পথে আছ। বুদ্ধি যোগ দ্বারা এ হলো এক সুন্দর যাত্রা । তোমরা বল স্বর্গের এমন অপার সুখ প্রাপ্তির জন্য কেন পবিত্র থাকব না ! মায়া আমাদের কোনও ভাবেই টলাতে পারবে না। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয়। অন্তিম জন্ম, মরতে তো হবেই, তবে কেন বাবার কাছ থেকে অবিনাশী বর্সা গ্রহণ করব না ! অসংখ্য বাচ্চা বাবার । প্রজাপিতা তিনি, নিশ্চয়ই নতুন রচনা সৃষ্টি করবেন । নতুন রচনা হয় ব্রাহ্মণদের । ব্রাহ্মণরা হলো রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার । দেবতারা তো প্রালব্ধ ভোগ করে । তোমরা ভারতের জন্য সার্ভিস কর তাই তোমরাই স্বর্গের মালিক হও। ভারতের সার্ভিস করা মানেই সবার সার্ভিস করা। সুতরাং এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । রুদ্র শিবকে বলা হয়, নাকি কৃষ্ণকে । কৃষ্ণ তো সত্য যুগের প্রিন্স । ওখানে এই যজ্ঞ ইত্যাদি হয় না । এখন হলো রাবণ রাজ্য । এ শেষ হয়ে যাবে । তারপর আর কখনও রাবণ তৈরি হবে না । বাবা এসেই এই শিকল থেকে মুক্ত করেন । এই ব্রহ্মাকেও শিকল থেকে মুক্ত করেছেন তাই না ! শাস্ত্র পড়তে পড়তে কি অবস্থা হয়েছিল ! তাই বাবা বলছেন এখন আমাকে স্মরণ কর । যাদের বাবাকে স্মরণ করার সাহস নেই, পবিত্র থাকে না, তারা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতে থাকে । বাবা বলেন মনমনাভব। যদি কোনও বিষয়ে নিজেকে দিশেহারা মনে হয়, তবে সেই বিষয় থেকে সরে এসো । মনমনাভব । এমন নয় যে প্রশ্নের রেসপন্স না পেয়ে এই পড়া-ই ছেড়ে দেবে । বলে - ভগবান আছে যখন, তখন রেসপন্স কেন করবে না ? বাবা বলেন তোমাদের কাজ হলো বাবা আর বর্সাকে স্মরণ করা। চক্রকেও স্মরণ করতে হবে । ওরাও (ভক্তি মার্গ) ত্রিমূর্তি আর চক্রকে দেখায়। লিখে থাকে - "সত্যমেব জয়তে" কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। তোমরা বোঝাতে পার -- শিববাবাকে স্মরণ করলে সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করও স্মরণে আসবে আর স্বদর্শন চক্র স্মরণ করলে বিজয়ী হতে পারবে । 'জয়তে' অর্থাত্ মায়াকে জয় করা । কত বোঝার ব্যাপার । এখানে নিয়ম আছে -- হংস সভায় বক বসতে পারে না । বি•কে• যারা স্বর্গের পরী তৈরি করে তাদের উপর অনেক দায়িত্ব থাকে । সর্বপ্রথম যখন কেউ আসে তাকে সবসময় জিজ্ঞাসা কর -- আত্মার বাবা কে জান ? প্রশ্ন যে জিজ্ঞাসা করবে নিশ্চয়ই সে জানবে । সন্ন্যাসীরা এমনটা কখনও জিজ্ঞাসা করবে না । ওরা তো জানেই না। তোমরা তো জিজ্ঞাসা করবে -- বেহদের বাবাকে জান ? প্রথমে তাঁর

সাথে যুক্ত হও । ব্রাহ্মণদের এটাই নেশা থাকা উচিত । বাবা বলেন -- হে আত্মারা, আমার সাথে যোগযুক্ত হও, কেননা আমার কাছেই আসতে হবে । সত্যযুগের দেবী -দেবতারা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল, তাই সর্বপ্রথম জ্ঞান তারাই পাবে । লক্ষ্মী-নারায়ণ 84 জন্ম সম্পূর্ণ করেছে, সুতরাং প্রথম জ্ঞান তাদেরই পাওয়া উচিত ।

মনুষ্য সৃষ্টির যে বৃক্ষ (ঝাড়) আছে, তার পিতা হলেন ব্রহ্মা আর আত্মার পিতা হলেন শিব । অতএব বাবা আর দাদা হলেন না ! তোমরা হলে তাঁর পৌত্র । ওঁনার কাছ থেকেই তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত কর । বাবা বলেন আমি নরকে(বর্তমান পৃথিবী) গেলেই তো স্বর্গ রচনা করতে পারব। শিব ভগবানুবাচ -- লক্ষ্মী-নারায়ণ ত্রিকালদর্শী নয় । ওদের এই "রচয়িতা আর রচনার" জ্ঞান নেই। তাহলে তাদের পরম্পরা কিভাবে চলে ? কেউ কেউ ভাবে এরা তো শুধু বলে দেয় - এই মৃত্যু আসছে, কিন্তু কিছুই তো হয় না । এর উপর একটি দৃষ্টান্ত আছে না ! এক রাখাল বালক প্রায়ই বল, বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে, কিন্তু বাঘ আসে নি । শেষ পর্যন্ত সত্যিই একদিন বাঘ এল আর সবকটি ছাগলকে খেয়ে ফেলল । এসব কথা এখনকার জন্যই । একদিন কাল (মৃত্যু) এসে সবাইকে গ্রাস করবে তখন কি করবে ? ভগবানের এটা কত বড়ো যজ্ঞ । পরমাত্মা ছাড়া এতো বড়ো যজ্ঞ আর কেউ রচনা করতে পারবে না । ব্রহ্মা বংশী ব্রাহ্মণ বলেও পবিত্র না হলে এখানেই মরতে হবে । শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয় । মিষ্টি বাবা, স্বর্গের মালিকানা প্রদানকারী বাবা, আমি তো তোমারই, শেষ পর্যন্ত তোমার হয়েই থাকব। এমন বাবা বা সাজনকে পরিত্যাগ করলে মহারাজা-মহারানী হতে পারবে না । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ -স্মরণ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সত্যিকারের ঈশ্বরের সহযোগী (খাদা-ই খিদমৎগার) হয়ে ভারতকে স্বর্গ তৈরি করার কার্যে পবিত্রতা রক্ষা করে, বাবার সহযোগী হয়ে উঠতে হবে । আধ্যাত্মিক (রুহানী) সোশ্যাল ওয়ার্কার হতে হবে ।

২) কোনও প্রকারের প্রশ্নে সংশয়ান্বিত হয়ে পড়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় । প্রশ্নকে ছেড়ে বাবা আর অবিনাশী বর্সাকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদানঃ- স্ব পরিবর্তন আর বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্বশীল রাজমুকুট ধারণকারী তথা বিশ্ব রাজ্যের রাজমুকুট ধারণকারী ভব*

যেমন বাবার প্রতি, তাঁর প্রাপ্তির প্রতি তোমরা প্রত্যেকে নিজের অধিকার আছে বলে মনে কর, তেমনই স্ব পরিবর্তন আর বিশ্ব পরিবর্তন দুইয়ের-ই যদি দায়িত্বের রাজমুকুটধারী হতে পার তবেই বিশ্ব রাজ্যের রাজমুকুটের অধিকারী হতে পারবে । বর্তমানই হল ভবিষ্যতের আধার । চেক কর এবং জ্ঞানের দর্পণ দিয়ে দেখ যে ব্রাহ্মণ জীবনের পবিত্রতা, অধ্যয়ন আর সেবার দ্বি মুকুট আছে কি ? যদি এখানে কোনও মুকুট অসম্পূর্ণ থাকে যায়, তবে ওখানেও (সত্য যুগে) ছোট মুকুটের অধিকারী হবে ।

স্লোগানঃ- সবসময় বাপদাদার ছত্রছায়ার ভিতরে থাকলে বিঘ্ন -বিনাশক হয়ে যাবে ।*